আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

সিটি নির্বাচন আবারও প্রমাণ করলো

দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়

ভোটাধিকার হরণ ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংসের প্রতিবাদে ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন

ভোটাধিকার হরণ ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংসের প্রতিবাদে এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিকেল সাড়ে চারটায় ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম জোটের কেন্দ্রীয় নেতা সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাম জোটের ঢাকা নগর সমন্বয়ক ও বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নেতা আলমগীর হোসেন দুলাল, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ, গণসংহতি আন্দোলনের বাচ্চু ভুইয়া ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক। সমাবেশ পরিচালনা করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা আকবর খান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে শতকরা ৯০ ভাগ ভোটার কেন্দ্রে না গিয়ে ভোট দানে বিরত থেকে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী বর্তমান ফ্যাসিবাদী সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি গণঅনাস্থা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে প্রত্যাখান করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতাত্তোর ৪৯ বছরে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ধারায় দেশ পরিচালনা করতে করতে দেশের এই হাল দাঁড় করিয়েছে, গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্র-পরিবারতন্ত্রে পরিণত করেছে, নির্বাচনকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

আওয়ামী মহাজোট ২০১৪ সালে বিনা ভোটের নির্বাচন, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিনের ভোট ২৯ তারিখ রাতে ভোট ডাকাতি করে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে আর গত ১ ফেব্রুয়ারি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গণতন্ত্র-ভোটাধিকার ও নির্বাচন ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন বাংলাদেশের ৪৯ বছরে প্রমাণ হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে এবং বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থায় দেশের কোন নির্বাচন অবাধ-সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। ফলে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই। নেতৃবৃন্দ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ব্যাপক গণসংগ্রাম গড়ে তোলার উপর জোর দেন এবং গণতন্ত্র-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে সকল বাম-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন
আস্থা ফেরালো না ফুরালো?

জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা অসন্তোষকে সাময়িক স্তিমিত করার জন্য নির্বাচন বুর্জোয়া ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাষ্ট্র কিংবা স্থানীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে শোষণ-লুণ্ঠনের যে অবারিত সুযোগ এবং প্রতিপক্ষকে দমন করার অসীম ক্ষমতা পাওয়া যায়, তা হারাতে নারাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া দলগুলো। তাই নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করে হলেও তাদের নির্বাচনে জিততে হবে। তার এক প্রদর্শনী হয়ে গেল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে।

বহুল আলোচিত ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন শেষ হলো তবে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শেষ হবে না, চলবে আরও অনেকদিন। বরং বলা চলে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ নতুন মাত্রা অর্জন করলো। ছোট বেলায় এই গল্প পড়েছেন নিশ্চয়ই অনেকেই। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন মোল্লা দো পিয়াজা কে, মোল্লা, এই শহরে কাক কত আছে, বলতে পারবে ? উত্তর দিতে পারবে না এমন কোন প্রশ্ন নেই অথবা উত্তর জানা নেই এমন কোন প্রশ্ন নেই মোল্লা দো পিয়াজার কাছে। ফলে মোল্লা স্মার্ট ভঙ্গীতে উত্তর দিল, জী জনাব, এই নগরে ৯ হাজার ৯ শ ৯৯ টি। এই দ্রুত ও দ্বিধাহীন উত্তরে বাদশাহ নিজেই হতচকিত হয়ে পড়লেন। জানতে চাইলেন হিসেবের সত্যতা আর হুমকি দিলেন, মোল্লা, তোমার এই হিসেব যদি সত্যি না হয় তাহলে কপালে কিন্তু দুঃখ আছে। মোল্লা তখন হেসে বলল, জাঁহাপনা, এটা একদম সত্যি হিসেব। সন্দেহ থাকলে আপনি গুণে দেখুন! তবে একটা কথা আছে, যদি কাকের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে জানবেন কিছু কাক অন্য শহর থেকে এসেছে। আর যদি কম হয় তাহলে মনে করবেন কিছু কাক অন্য শহরে বেড়াতে গেছে। সিটি নির্বাচন নিয়ে পাল্টা পালটি অভিযোগের কারণে এই গল্পটির কথাই মনে পড়ছিল বার বার। প্রশ্ন জাগছিল, নির্বাচনের সময় ভোটার কী বাড়বে না কমবে? এক পক্ষ বলছিলেন, প্রতিপক্ষ কর্তৃক বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে নগর ভরে ফেলা হচ্ছে। অন্য পক্ষ বলেছিলেন, প্রতি কেন্দ্রে ৫০০ জন করে সন্ত্রাসী মোতায়েন করার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই অভিযোগ সত্যি ধরলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নগরে ভোটার না বাড়লেও বেড়াতে আশা কাকের মতো মানুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়ে গিয়েছিল নির্বাচনের সময়।

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মধ্যে নির্বাচন তো হলো। কেমন হলো সেটা? প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সি ই সি বলেছেন, ভোট ভালো হয়েছে তবে ভোট ৩০ শতাংশের কম পড়েছে। প্রার্থীদের এজেন্ট মাঠে নেই কেন এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বললেন, মাঠে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একজন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেছেন, এক পক্ষকে মাঠে দেখা যায়নি। এতো গেল নির্বাচন কমিশনের কর্তা ব্যক্তিদের কথা। এত প্রস্তুতি এত হাকডাক ভোটার এলো না কেন? এ দেখি সেই বিরহ বেদনার গানের মত, দীপ ছিল শিখা ছিল শুধু তুমি ছিলে না বলে আলো জ্বললো না। তেমন করে বলা যাবে কি! ভোটার এলো না বলে ভোট জমলো না। আবার ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ এবং মতামতগুলো খুবই প্রণিধান যোগ্য। একজন বললেন, গত ১০০ বছরে এতটা স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে কারো জানা নেই। কথার ঝোঁকে অতীতের সব নির্বাচনের চাইতে এই নির্বাচনকে বড় করতে গিয়ে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনকে যে তিনি ছোট করে দিলেন তা কি ভেবেছেন? অবশ্য এসব ভাবাভাবির কিই বা গুরুত্ব আছে? প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বললেন, দেশ উন্নত হচ্ছে তো তাই ! কারণ উন্নত দেশের মানুষের ভোটের প্রতি আকর্ষণ কম, আমাদের দেশেও তাই কমে যাচ্ছে ভোটের প্রতি আগ্রহ। আরও অনেক কারণ উল্লেখ করা হলো, স্থানীয় সরকারের নির্বাচন বলে ভোটার উপস্থিতি কম বা শীত বলে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে অনেকের। আর ছুটির দিন বলে ভোটাররা বেড়াতে গিয়েছেন অনেকেই কাকের অন্য শহরে যাওয়ার মতো।

স্বচ্ছ নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি করাকে কমিশনার মাহবুব তালুকদার একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার অর্থ দাঁড়ায়, স্বচ্ছ কথাটা বানান করে পড়া সহজ কিন্তু অর্থ বুঝাটা অত সহজ নয়। আমরা সবাই বোধ হয় তেমনি হয়ে গেছি। অনেক শব্দের বানান জানি কিন্তু অর্থ কী বুঝি? চোখ দিয়ে অনেক কিছু দেখলেও যেমন তার কারণ বুঝি না, তেমনি বুঝলেও তা বলতে পারি না। আঙুলের ছাপ বিড়ম্বনা নিয়েও নানা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। অনেকের আঙুলের ছাপ মেলেনি এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। এর অনেক সম্ভাব্য উত্তর দেয়া হচ্ছে। বয়স হয়ে গিয়েছে, হাতে ক্রিম বা তেল লেগে আছে বা ঘাম লেগে আছে, হাত দিয়ে পরিশ্রমের কাজ করেন বলে রেখা মুছে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার এটাকে কৌতুকের বিষয় মনে করে বলছেন, বেশি হাত কচলালেও মনে হয় হাতের রেখা মুছে যেতে পারে। ভোটে আগ্রহ কম বলে না হয় ভোটার কম এলো কিন্তু যারা

এলো তাদের হাতের রেখা কেন হারিয়ে গেল? বহু সমালোচিত নির্বাচন কমিশন এবং আস্থা ফেরানোর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কি শেষ পর্যন্ত আস্থা ফুরানোর নির্বাচনে পরিণত হলো? নির্বাচনের আগের দিন সিইসি যে বলেছিলেন, ভোট শান্তিপূর্ণ হবে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যান। তিনি তার প্রতিশ্রুতি এবং অভয়বাণী কী রক্ষা করতে পারলেন? তার এই অভয়বাণী ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে কতটুকু কার্যকর হলো তা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। কেন ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা এত কম গেলেন, সিইসির কথায় তাহলে কি ভোটাররা আশ্বস্ত হতে পারেননি? ভোটার এবং এজেন্টদের সক্ষমতাই যদি প্রধান বিবেচ্য হয় তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজন কী? সারা দিনে নির্বাচন কমিশনের ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে কি ভোটাররা কোথাও দেখেছেন? এ বিষয়গুলো বিবেচনায় না নিয়ে এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি ভোটারদের আস্থা বেড়েছে না কমেছে তা বিচার না করে ভোট সুষ্ঠু বা ভালো হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মতামত দেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

ইভিএম নিয়ে আশঙ্কা ও আশাবাদ দুটোই ছিল। ক্ষমতাসীন দল এবং নির্বাচন কমিশন জোরের সাথে বলেছেন ইভিএম আধুনিক পদ্ধতি। এতে দিনের ভোট রাতে দেয়া যাবে না। কারচুপির কোন সুযোগ নেই। দ্রুত ফলাফল জানা যাবে ইত্যাদি। কিন্তু যখন সংকট দেখা দেয় আস্থার তখন যন্ত্রের চাইতে যন্ত্রের পিছনের মানুষের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠে। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেসিন যেন ইলেকট্রনিক ভোট ম্যানেজমেন্ট বা এফিসিয়েনট ভোট মানিপুলেসন এর যন্ত্রে পরিণত না হয়ে যায়। ইভিএম এ জটিলতা, সময়ক্ষেপণ, বুথে ভোট সহায়তাকারীদের উপস্থিতি (যারা অনেকের ভোট দিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে) এই আশঙ্কাকে অনেক অংশে সত্য প্রমাণিত করেছে। দিনের ভোট রাতে দেয়া না হলেও দিনের ভোট দিনে দেয়া গেল কিনা এ প্রশ্ন বহুদিন তাড়িয়ে বেড়াবে নির্বাচন কমিশনকে।

একটি গ্লাসে অর্ধেক পানি নিয়ে দুই ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। আশাবাদীরা বলেন, গ্লাসের অর্ধেক পূর্ণ বাকিটাও একদিন ভর্তি হয়ে যাবে। আর হতাশবাদীরা বলেন, হায় হায় গ্লাসের অর্ধেকই তো খালি! বাকিটাও তো শেষ হয়ে যাবে। ৫০ শতাংশ পানি শূন্য বা পানি পূর্ণ তা নিয়ে এ ধরনের বিভক্ত মতামত থাকলেও সিইসি যখন বলেন ভোট যা পড়েছে তা ৩০ শতাংশের কম হবে তখন কী আশাবাদী আর নৈরাশ্যবাদীর মধ্যে বিতর্ক জমবে? নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের একটি বিষয়। সেই রকম একটি নির্বাচনপ্রিয় দেশের রাজধানীতে যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করে, যেখানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি এবং ভোটার ৫৪ লাখের বেশি, এত ঘন বসতি পূর্ণ শহরে যেখানে বাসার কাছেই ভোট কেন্দ্র সেখানে ৩০ শতাংশের কম ভোট পড়া কীসের ইঙ্গিত বহন করে? দেশের সচেতন জনসংখ্যার বিপুল অংশ যেখানে বাস করে সেখানকার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ৭০ শতাংশ মানুষ ভোট দিতে না গেলে সে ভোটের নৈতিক ও রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু থাকে তা ভাবার সময় এসেছে।

নির্বাচনকে অনেকেই বলে থাকেন, এটা একটা খেলার মতো। তাই লেভেল প্লেইং ফিল্ড লাগবে। যে কোন খেলায় হার জিত থাকে। একজন ভালো খেলোয়াড় সবসময় চায় ভালো খেলে জিততে। কারণ জেতার সাথে শুধু আনন্দ নয় সম্মান ও মর্যাদা থাকে। তাই যে কোনভাবে জিততে গিয়ে প্রতিপক্ষকে মাঠ থেকে বের করে দিলে প্রতিপক্ষকে হারানো যায় কিন্তু নিজের জেতার গৌরবটা থাকে না এবং দর্শকদের খেলা উপভোগ করার আগ্রহ হারিয়ে যায়। আবার কেউ বলেন, নির্বাচন একটা যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধেরও তো একটা নিয়ম আছে। যুদ্ধরত পক্ষও তো যুদ্ধের সময় জেনেভা কনভেনশন মেনে চলে। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল মতের যাচাই বাছাই করার অংশ হিসেবে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের চর্চা ভাবলে টাকা ও পেশির জোর, প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার এবং প্রতিপক্ষকে সবরকম উপায়ে হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে। আবার নির্বাচন যদি হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ তাহলে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক না করে শুধু নির্বাচন আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব হলে সেই নির্বাচনটা হয়ে পড়বে প্রাণহীন দেহের অঙ্গের মতো। এ অঙ্গ কাজে তো লাগবেই না বরং পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। বিজয়ীর গলার জোরের কাছে হেরে যাওয়া গণতন্ত্রের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যাবে না। বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো বিশেষ করে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এর কোনটা ঘটানো হলো নাকি সবগুলোর সম্মিলিত রূপের প্রকাশ ঘটলো সেটাই বিবেচনার বিষয়। তবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে গণতন্ত্রের এতটা বিবর্ণ চেহারা কি কারোই কাম্য ছিল?